দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

002

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী অন্যতম। শিক্ষা ব্যবস্থার বহুমুখীতা দৃষ্টে মনে হয় যেন কিছু দিনের মধ্যেই গোটা জাতিটা শিক্ষিত হয়ে ওঠবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষিতের হার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার এই এলোমেলো গতি চলতে থাকলে অবস্থা আরিও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ অনিশ্চয়তা দূর করতে হলে চাই এক সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। সমন্বিত ব্যবস্থায় একক নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেই সঙ্গে জাতীয় ধ্যান-ধারণাও স্থিরিকৃত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মান কোন অংশেই অনন্নুত নয়। তবে মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা একটা মারাত্মক রকমের গলদ রয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই স্বনির্ভরতার মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে যান।

শিক্ষা লাভের পর আশু একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষিত ব্যক্তিটি। এক যুগ পূর্বে শিক্ষা জীবন শেষ করে আজও অনেকেই একটা চাকরি লাভের আশায় অপেক্ষা করছেন। যেন চাকরি ব্যতীত আর কোন পথই তার সামনে খোলা নেই। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হাজার হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে চাকরি পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চাকরির বাইরে যারা কর্মসংস্থান গড়ে তুলেছেন তাদের বেশিরভাগই এমন এক পথে পা বাড়িয়েছেন যা শিক্ষার সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক দীক্ষা একেবারেই অনুপস্থিত। কাজেই পরবর্তী জীবনে এসব শিক্ষিত ব্যক্তিরা নীতি-নৈতিকতার কোন তোয়াক্কা রাখতে চান না। এমনিতেই অশিক্ষিত বেকারদের চাপে জাতীয় অর্থনীতি নুইয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তদুপরি শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হলে অবস্থা আরও নাজুকতর হতে বাধ্য। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টি দিক বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। (এক) শিক্ষিত সমাজকে দক্ষতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ করতে হবে। অথবা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত স্বনির্ভরতা বলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখিত দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে না পারলে আগামীতে দারুণ নৈরাজ্য দেখা দিবে। জাতীয় শিক্ষা নীতির সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষকে এই আলোকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় শিক্ষার পরিবেশ উত্তরোত্তর ঘোলাটে হয়ে ওঠবে।

—মুহম্মদ রোস্তম আলী